পল্লব সাহিত্য ও শিক্ষা

পল্লব শাসকরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উজ্জ্বল সাফল্যের কৃতিত্ব বহন করে। দক্ষিণ ভারতের শিল্প সংস্কৃতির পরিসরে পল্লবরা যেমন উচ্চ সংস্কৃতিমনস্কতার পরিচয় দিয়েছে তেমনি সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অবদান আজও চিরস্মরণীয়।

পল্লব শাসনকাল শুরু থেকেই প্রাকৃত ভাষার প্রচলন থাকলেও সংস্কৃত ও তামিল ভাষার উন্নতি ঘটেছিল প্রশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। ভাষা সাহিত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল রাজধানী কাঞ্চীপুরম। পল্লব শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাদানের দায়িত্ব ব্রাহ্মণদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। সাহিত্যের মধ্যেও ধর্মীয় ধারা স্পষ্ট ছিল দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ভার্বির কিরাতার্জুনীয়ম। পল্লব রাজ সিংহবিষ্ণুর রাজসভায় তিনি বেশ কিছুদিন ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল দন্ডিন এর দশকুমারচরিত। দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন এর রাজদরবারে থাকাকালীন তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। দন্ডির সাহিত্যিক একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তার একটি কবিতা এমন ভাবে লেখা হয়েছিল প্রথম ও শেষ দুই দিক থেকেই পড়া যেত।

পল্লব শাসকদের মধ্যেও কেউ কেউ সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই প্রসঙ্গে পল্লব রাজ প্রথম মহেন্দ্র বর্মন এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি মত্তবিলাস প্রহসন নামে একটি ব্যঙ্গাত্মক নাটক লিখেছিলেন নাটকে কাপালিক ও পশুপতি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উন্মত্ততাকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। পল্লব আমলের শেষের দিকে তামিল ভাষার বহুল ব্যবহার হলেও সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট পদক ছিল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল পল্লব রাজ নন্দিবর্মন এর আমলে ত্রিবিক্রম কর্তৃক রচিত একটি তাম্রশাসন।

তামিল ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল পল্লব আমলে নায়নার ও আলওয়ার দের রচনা সমূহের মধ্যে তামিল ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় এগেরোটি তিরুমুরই তে শৈব সম্প্রদায়দের রচনা সমূহ সংরক্ষিত আছে এগুলির মধ্যে প্রথম সাতটিকে একসঙ্গে বলা হত তেবারম। অপ্পর,ভল্লুবর ছিলেন বিখ্যাত শৈব সাধক। আলবারদের রচিত স্তব বা সঙ্গীতগুলিকে বলা হয় শ্রীনাথমুনি সংকলিত 'নলয়ির প্রবন্ধমে'। পল্লব আমলে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে নবম শতকের মধ্যে 12 জন আলবারের আর্বিভাব ঘটেছিল। এছাড়া তামিল ভাষায় পল্লব আমলের বহু লেখ ও প্রশস্তি রচিত হয়েছিল এবং সরকারি কাজে ধীরে ধীরে তামিল ভাষার ব্যবহার শুরু হয় এই যুগে তামিল ভাষায় অনূদিত হয় রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটি।

■ পল্লব আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায় । পল্লব শাসনের গোড়ার দিকে প্রধানত বৌদ্ধ ও জৈনদের ওপর শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং 640 তে কাঞ্চিতে এসেছিলেন। তার রচনা থেকে জানা যায় বৌদ্ধমঠ গুলি ছিল শিক্ষাদানের অন্যতম কেন্দ্র। জৈন

ধর্মেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। জৈনরাও কাঞ্চিতে শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। তাদের ধর্মীয় সাহিত্য রচিত হয়েছিল প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু ধীরে ধীরে জৈন ধর্ম রাজকীয় সমর্থন লাভ থেকে বঞ্চিত হয় । শৈব সাধক অপ্পরের প্রেরণায় প্রথম মহেন্দ্র বর্মন জৈন ধর্মের প্রতি আস্থা হারান।

পরবর্তীকালে পল্লবদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আর্য সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু শিক্ষা কেন্দ্র গুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে হিন্দু শিক্ষা কেন্দ্র গুলি মন্দির এর সাথে যুক্ত ছিল এবং ব্রাহ্মণরা এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতো রাজকীয় সমর্থন ছাড়াও শিক্ষা কেন্দ্র গুলি কোন কোন ক্ষেত্রে বণিক ও ব্যবসায়ীদের সাহায্য লাভ করে শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে যে উচ্চশিক্ষারাও ব্যবস্থা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কাঞ্চি বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি থেকে প্রসঙ্গত বলা যায় পূর্তির কাছে ব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল তাই বলা যায় পল্লব আমলের শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে উন্নতি ঘটেছিল তা আজও স্মরণ করা হয়।